খেলাপি করদাতাদের বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা কর্তৃপক্ষ গতকাল 'ক্রোকি অভিযান' পরিচালনা করে। এ সময় কেদারগঞ্জ এলাকার একজন নাগরিক বকেয়া পৌরকর পরিশোধ করেন। প্রথম আলো

খেলাপি করদাতাদের বিরুদ্ধে 'ক্রোকি অভিযান' শুরু

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা

প্রতিনিধি, চুয়াডাঙ্গা

খেলাপি পৌরকরদাতাদের বিরুদ্ধে পূর্বঘোষিত 'ক্রোকি অভিযান' শুরু করেছে চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা। দুই দিনের এ অভিযানের প্রথম দিনে গতকাল বুধবার অভিযান পরিচালনাকারী দল খেলাপি করদাতাদের ৪২টি বাড়ি ও প্রতিষ্ঠানে যায়। তবে মালামাল ক্রোকের আগেই এসব করদাতারা তাঁদের বকেয়া ৩ লাখ ৩৬ হাজার ৯৯৮ টাকা পৌরকর পরিশোধ করেন। আজ বৃহস্পতিবারও সকাল-সন্ধ্যা অভিযান চলবে।

১ নম্বর প্যানেল মেয়র মো. একরামুল হকের নেতৃত্বে ক্রোকি অভিযানে পৌর কাউন্সিলর জাহাঙ্গীর আলম মালিক, সিরাজুল ইসলাম, আবুল হোসেন, জাহাঙ্গীর হোসেন, মুন্সী রেজাউল করিম খোকন, নাজরিন পারভীন, রুবিনা পারভীন, সুলতান আরা বেগম, শেফালী বেগম অভিযানে অংশ নেন। অভিযান সমন্বয় করেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উচ্চমান সহকারী মোয়াজ্জেম হোসেন।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত নাগরিকদের কাছে পৌরসভার মোট পৌরকর পাওনা ৩ কোটি ৫৫ লাখ ৮ হাজার ৯১৬ টাকা। এর মধ্যে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে ১ কোটি ৭৪ লাখ ৯৪ হাজার ২৫৭ টাকা এবং বেসরকারি বিভিন্ন বাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের কাছে পাওনা ১ কোটি ৮০ লাখ ১৪ হাজার ৬৫৯ টাকা। বিপুল অঙ্কের টাকা বকেয়া পড়ায় পৌরসভার স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছিল। আবার লক্ষ্যমাত্রার ৮৫ শতাংশ পৌরকর আদায়ে দাতা সংস্থাগুলো শর্তারোপ করেছে। এসব কারণে কর আদায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পৌর সচিব কাজী শরিফুল ইসলাম বলেন, পৌরকর আদায় শতভাগ নিশ্চিত করতে ১২ জুন থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত ১৫ শতাংশ ছাড়ের সুযোগ দেওয়া হয়। ২৫ জুন পর্যন্ত মোট দাবির বিপরীতে ২ কোটি ৬৮ লাখ ৯৬ হাজার ৪০৪ টাকা আদায় হয়। এরপর বকেয়া আদায়ে ২৭ ও ২৮ জুন খেলাপি করদাতাদের মালামাল ক্রোক করে নিলামে বিক্রির মাধ্যমে পৌরকর আদায়ে 'ক্রোকি অভিযান' পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয় পৌর পরিষদ। সে অনুযায়ী অভিযান শুরু হয়েছে।

সচিব বলেন, অভিযান চলাকালে অনেকেই অভিযান পরিচালনা দলের কাছে বকেয়া পরিশোধ করে দেন। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পৌর নাগরিক নিজ দায়িত্বে পৌরসভার ব্যাংক হিসাবে ও পৌর কার্যালয়ে সশরীরে এসে বকেয়া পৌরকর পরিশোধ করেন।